

## অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প

পটভূমি :

গ্রন্থাগার হচ্ছে জ্ঞান ও তথ্য প্রদানের একটি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রেণির গ্রন্থাগারের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি তথা দেশের জ্ঞান ও তথ্য বিতরণের কার্যকারিতা কথা বিবেচনা করে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কর্তৃক গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গণগ্রন্থাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে - (ক) শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা; (খ) সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক তথ্য প্রদান; (গ) মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বিনোদনের ব্যবস্থা করা ; এবং (ঘ) সামাজিক সম্প্রতির উন্নয়নে সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণমূলক কাজ করা ইত্যাদি।

গণগ্রন্থাগারে সকলের প্রবেশাধিকার অব্যাহত। সমাজের ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই গণগ্রন্থাগারের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। গণগ্রন্থাগারই হচ্ছে সকল বয়সের ও শ্রেণির জনগণের জন্য জীবনব্যাপী স্ব-শিক্ষার জন্য একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। এ কারণেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং সুগঠিত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য অত্যাবশ্যিক। বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত সর্বমোট-৭১(একাত্তর) টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ঢাকায় বেগম সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (সাবেক কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে ৫টি বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার, ৫৮টি জেলায় ৫৮টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, জামালপুর জেলার দেওয়াগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ উপজেলায় ২টি উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার, ১টি বিশেষ গণগ্রন্থাগার টুঞ্জীপাড়া বঙ্গবন্ধু স্মৃতিসৌধ গণগ্রন্থাগার এবং যথাক্রমে ঢাকায় মোহাম্মদপুর ও আরমানিটোলা, রাজশাহীর সোনাদ্বীঘির পাড় এবং ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১টি করে মোট ৪টি শাখা সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে পর্যন্ত পরিচালিত প্রায় সবগুলো গণগ্রন্থাগারই স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত টাইপ প্লান অনুযায়ী ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কোন গ্রন্থাগারে এখনও ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ডিজিটাল তথা অনলাইন লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের পাঠকদের একটি অন্যতম চাহিদা ও অত্যাবশ্যিকীয় করণীয় কাজ। বর্তমান সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনার মোতাবেক সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃক ‘অনলাইন পাবলিক লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্পের মাধ্যমে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান উপজেলা পর্যায়ের গণগ্রন্থাগারসমূহের পাঠকদের মানসম্পন্ন আধুনিক গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গণগ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ ঘরে বসে পাঠ ও তথ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে।
- পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পাঠসামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ, আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন এবং স্থানীয় ও বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা প্রদানে পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে পাঠক/গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগণ গণগ্রন্থাগার ব্যবহারে অধিকতর আগ্রহী হবে, যা দেশব্যাপী পাঠক সমাজ উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে। গণগ্রন্থাগারগুলোও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং মানুষের মানসিকতার গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।
- অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্য সেবার সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে পেশাজীবী, পরিকল্পনাবিদ, গবেষকগণের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হয়ে দাঁড়াবে। গণগ্রন্থাগার ও তথ্য সেবা দেশের মানুষের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। গ্রন্থাগার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে দেশের বেকার যুবকেরা নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে পারবে। ফলে আত্মকর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটবে।

- সমাজের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে মননশীলতা বিকাশের পাশাপাশি বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকা- পরিচালনার মাধ্যমে সমাজ থেকে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি ও জঙ্গীবাদ কার্যক্রম হ্রাস/বন্ধ করতে ডিজিটাল গণগ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| ১। | প্রকল্পের নাম         | ‘ অনলাইনে গণগ্রন্থাগারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন’<br>‘Management & Development of Public Libraries through Online’   |
| ২। | প্রকল্প এলাকা         | ০৮টি বিভাগ, ৫৬টি জেলা এবং ০২টি উপজেলা  |
| ৩। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা | গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর   |
| ৪। | প্রকল্পের উদ্দেশ্য    | ১. দেশের জনগণকে অনলাইনে গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করা<br>২. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট ১১৪টি যন্ত্রপাতি ও সফটওয়্যার সংস্থাপনের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম অনলাইনে প্রবর্তন করা<br>৩. ঐতিহাসিক এবং দুস্প্রাপ্য পুস্তকসমূহের ডিজিটাইজেশন করে তা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে সুষ্ঠু সংরক্ষণ করা এবং তা পাঠকদের জন্য অনলাইনে ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করা<br>৪. বিভাগ,জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ৬৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগারে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে পাঠকদের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা<br>৫. বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ ১৪টি গণগ্রন্থাগার ভবনের প্রয়োজনীয় সংস্কার/ মেরামতের মাধ্যমে সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারোপযোগী করা |
| ৫। | প্রকল্পের মেয়াদ      | ডিসেম্বর ২০১৭ হতে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত   |